৩৫ শতাংশ জমিতে আলুর চাষ পদ্ধতি ও সারের পরিমাণ

মৌসুম, মৃত্তিকা এবং জমি প্রস্তুত

রবি মৌসুমে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত আলু জন্মানো হয়। মাটি, জমি নির্বাচন ও তৈরী ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সুনিস্কাশিত বেলে দোঁয়াশ মাটি সর্বোত্তম। ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। আগাছা মুক্ত করতে হবে। জমি সমতল হতে হবে।

আলু চাষে সারের পরিমাণ : দেশের বিভিন্ন স্থানে মাটির উর্বরতা বিভিন্ন রকমের, এজন্য সারের চাহিদা সকল জমির জন্য সমান নয়। বাংলাদেশ কৃষি গবষেণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত "সার সুপারিশ গাইড" অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করতে হবে। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই ৩৫ শতক জমির জন্য নিম্নলিখিত সারের সুপারিশ করছে। সারণী

১. আলু চাষের জন্য সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ
	কেজি/৩৫ শতক
ইউরিয়া	৫০
টিএসপি	৩০
এমওপি	৪০
জিপসাম	১৭
জিংক সালফেট	১.৫
বোরিক এ্যাসিড (প্রয়োজনবোধে)*	১.৫
গোবর	৭৮০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : গোবর ও জিংক সালফেট শেষ চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া, সম্পূর্ণ টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও বোরন সার রোপনের সময় সারির দুই পার্শ্বে বা জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয়বার মাটি তোলার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে ব্যান্ড পদ্ধতিতে বীজ রোপন লাইনের উভয় পার্শে ১০-১২ সেঃমিঃ দূরে লাইন টেনে সার দেওয়া ভাল। এতে সারের সঠিক প্রয়োগ হয়। সার প্রয়োগের পর সাথে সাথে সার ও বীজ মাটি দিয়ে ভেলী তুলে ঢেকে দিতে হবে।